BIDDABARI EDITORIAL

‘থ্রি জিরো তত্ত্বঃ নতুন পৃথিবী গড়ার পথে সম্ভাবনার এক বাস্তব রূপ রেখা

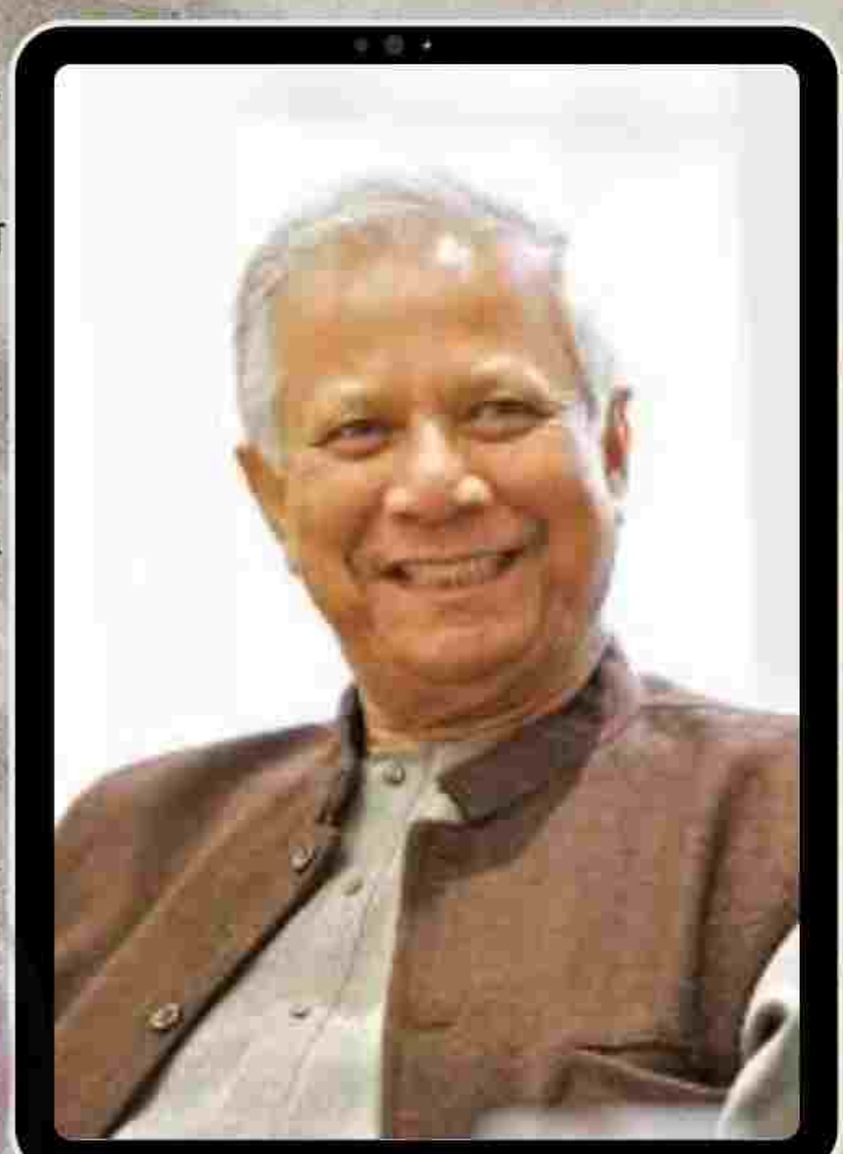

‘মেঘনার তীরে ছোট্ট গ্রাম কালিপুর। সেখানে থাকেন রহিমা বেগম, একজন সাধারণ গৃহিণী। স্বপ্ন দেখেন—তার গ্রামে কেউ না খেয়ে থাকবে না, প্রতিটি মানুষের হাতে কাজ থাকবে, আর পরিবেশ হবে নির্মল। পরিস্কার পানি, বাতাস। সবকিছুতে থাকবে বিশুদ্ধতা,প্রশান্তি। এই স্বপ্ন তার আফসোস বাড়ায়, আক্ষেপ বাড়ায়। স্বপ্ন পূরণ না হওয়ার মতো বাস্তবতার আক্ষেপ। একদিন গ্রামের মহিলা সমিতির সভায় তিনি শুনলেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনুসে র ‘থ্রি জিরো তত্ত্ব’র কথা। এই তত্ত্ব যেন তার স্বপ্নেরই প্রতিবি ম্ব! রহিমা ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে শুরু করলে ন মুরগির খা মা র। আজ তার গ্রামে অনেকেই তার পথ অনুসরণ করছে, আর কালি পুর ধীরে ধী রে দারিদ্র্য মুক্ত, কর্মমুখর ও পরিবেশবান্ধবএকটি গ্রামে রূপান্তরিত হচ্ছে। রহিমার এই গল্প শুধু একটি গ্রামের নয়, এটি একটি জাতির সম্ভাবনার আশা জাগায়। চরিত্রটি রূপক, তবে ঘটনা বাস্তব। ড. ইউনুসের ‘থ্রি জিরো তত্ত্ব’ এমনই এক দূরদর্শী পরিকল্পনা, যার বাস্তবায়ন সাধারণ নাগরিকের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ারই প্রতিশ্রুতি দেয়। এই তত্ত্ব কেবলই আর ১০ টি তাত্ত্বিক কাঠামোর মতো নয়। বরং একটি জীবনদর্শন,যা সামাজিক ন্যায়, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং পরিবেশগত উন্নয়নের সমন্বয়ে একটি নতুন সভ্যতার সূচনা করতে পারে।

‘থ্রি জি রো তত্ত্ব’ আসলে কী?

‘থ্রি জি রো তত্ত্ব’একটি বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি, যা তিনটি মৌলি ক লক্ষ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত:

শূন্য দারিদ্র্য :একটি সমাজ,যে খানে কেউ দারিদ্র্যের কষাঘা তে জর্জরি তনয়।

শূন্য বেকারত্ব: প্রতিটি মানুষের জন্য কর্মের সুযোগ নিশ্চি ত।

শূন্য নেট কার্বন নিঃসরণ: পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনযাপন।

এই তিনটি স্তম্ভ একত্রি ত করে একটি টেকসই, ন্যায়ভিত্তি ক এবং পরিবে শ বান্ধব বিশ্ব গড়া অসম্ভব কি ছু নয়। বলা যেতে পারে, একটি উন্নত বি শ্ব গঠনে ‘থ্রি জিরো তত্ত্ব’ জাতি সংঘে র টে কসই উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রার (SDG) সঙ্গে সা মঞ্জস্য পূ র্ণ। এই তত্ত্ব বাং লাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য একটি মাইলফলকই বটে।

‘শূন্য দারিদ্র্যঃ মানবিক মর্যা দার নিশ্চয়তা

শূন্য দারিদ্র্য বলতে এমন এক সমাজ বোঝায়, যেখানে কেউ দারিদ্র্য সীমার নিচে বা স করবে না। প্রতিটি মানুষের জন্য খা দ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা এবং বিশুদ্ধ পানির মতো মৌলিক চাহিদা পূরণ হবে। এটি SDG-এর প্রথম লক্ষ্যের প্রতিফলন ঘটা য়, যে লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের দারিদ্র্য নির্মূলের স্বপ্ন দেখে। গ্রামীণ ব্যাংকের মাইক্রো ফিনান্স মডেলের কথা নিশ্চয়ই শুনেছেন। এই মডেলের মাধ্যমে গ্রামীণ নারীরা ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে ছোট ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করছেন—যেমন হাঁস-মুরগি পালন, হস্ত শিল্প বা কৃষি -ভি ত্তি ক উদ্যোগ। এটি তাদের আর্থি কভাবে স্বাবলম্বি হতে এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে অভূতপূর্ব ভূমিকা রেখেছে। গ্রামীণ ব্যাংকের এই উদ্যোগ লক্ষ লক্ষ পরিবারকে দারিদ্র্যের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেছে। তবে, শূন্য দারিদ্র্যের পথে বাঁধাও কম নয়। অর্থনৈতিক অসমতা, শিক্ষার সীমিত প্রবেশাধিকার এবং স্বাস্থ্য সেবার অপ্রতুলতা এখনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। সামাজিক ব্যবসা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং নীতিগত সংস্কারের মাধ্যমে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা সম্ভব।

‘ শূন্য বে কা রত্ব: প্রতিটি মানুষই একেকজন উদ্যোক্তা

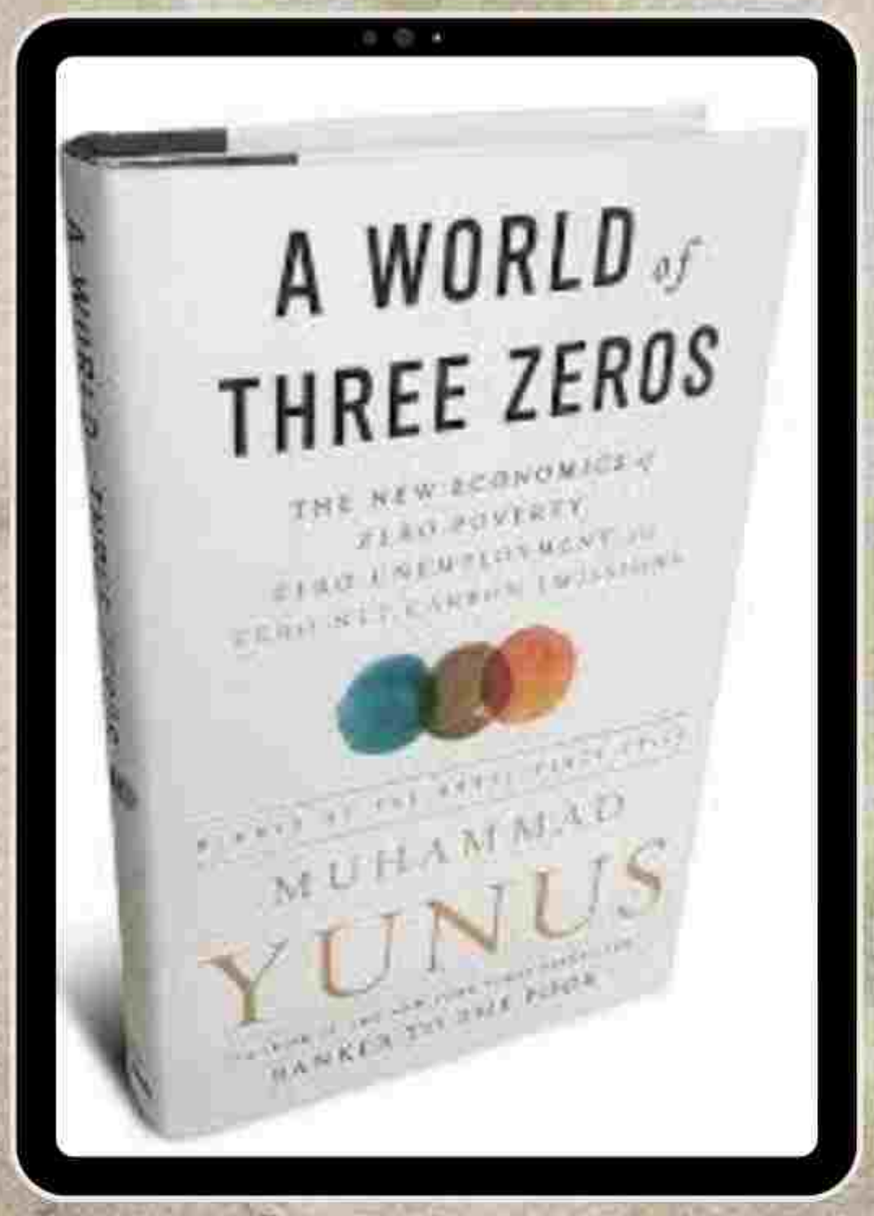

শূন্য বেকারত্ব মানে প্রতিটি সক্ষম মানুষের জন্য কর্মের সুযোগ নিশ্চিত করা। তবে ড. ইউনুসের দৃষ্টিভঙ্গি ঐতিহ্যবাহী চাকরির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তিনি বিশ্বাস করেন, প্রতিটি মানুষই একজন সম্ভাব্য উদ্যোক্তা। বেকারত্বকে তিনি একটি কৃত্রিম সমস্যা হিসেবে দেখেন, যা সমাজের কাঠামোগত ত্রুটি এবং সুযোগের অভাব থেকে উৎপন্ন। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য তিনটি বিষয় অপরিহার্য:

সামাজিক ব্যবসা : লাভের পাশাপাশি সামাজিক সমস্যার সমাধানকারী উদ্যোগ।

মাইক্রোফিনান্স: ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের ক্ষমতায়ন।

দক্ষতা উন্নয়ন: সময়োপযোগী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তরুণদের কর্মক্ষম করা।

বাংলাদেশে গ্রামীণ ব্যাংকের উদ্যোগ কিছু যুগান্তকারী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। গ্রামীণ নারীরা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা করে স্বাবলম্বী হচ্ছেন। এছাড়া, হস্তশিল্প, কৃষি প্রক্রিয়া করণ এবং ই-কমার্সের মতো খাতে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করছেন। তবে, এটাও সত্য যে, শিক্ষার সঙ্গে কর্মসংস্থানের সংযোগ এবং গ্রামীণ অঞ্চলে উদ্যোক্তা উন্নয়নের জন্য আরও বিনিয়োগ প্রয়োজন।

শূন্য নেট কার্বন নিঃসরণ:প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থান

প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থান “থ্রি জিরো তত্ত্ব’র তৃতীয় স্তম্ভ হলো পরিবেশ রক্ষা। শূন্য নেট কার্বন নিঃসরণ মানে পরিবেশে যতটুকু কার্বন নির্গত হয়, ততটুকু শোষিত হয়, যাতে প্রকৃতির ভারসাম্য থাকে। ড.ইউনুস জীবাশ্ম জ্বালানি নির্ভরতা হ্রাস করে সৌর,বায়ু এবং জলবিদ্যুতের মতো নবায়ন যোগ্য শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির ওপর জোর দেন।

এইলক্ষ্য অর্জনের জন্যও তিনটি পদক্ষেপ অত্যাবশ্যক:

গ্রিন টেকনোলজি বা সবুজায়ন প্রযুক্তি: নবায়নযোগ্য শক্তি এবং প্রযুক্তির প্রসার।
কার্বন সিঙ্ক:বনায়ন,পুনঃ বনায়ন এবং মাটি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কার্বন শোষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি।
কার্বন অপসারণ প্রযুক্তি : কার্বন ক্যাপচার অ্যান্ড স্টোরেজ(CCS) এবং বায়ো -এনার্জি উইথ কার্বন ক্যাপচার (BECCS) এর প্রয়োগ।

প্যারিস অলিম্পি ক ২০২৪-তে কিন্তু একটি যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে গেছে।পরিবেশবান্ধব ডিজাইন এবং নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার এই ইভেন্টে কার্বনের নিঃ সরণ উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রা স করেছে।এছাড়া ,ভুটান, মাদাগাস্কা র, পানামা এবং সুরিনামের মতো দেশগুলো ‘জি জিরো ফোরাম’গঠন করে কা র্বন নি র্গমন শূন্যের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ করছে। বাং লাদেশে গ্রা মীণশক্তির সোলার হোম সিস্টেম গ্রামীণ পর্যায়ে বি দ্যুৎ সরবরাহ এবং কার্বন নিঃসরণ হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। তবে ,সবুজপ্রযুক্তি তে বিনিয়োগ এবং কা র্বন ক্যাপচার প্রযুক্তির সীমি ত প্রাপ্যতা উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে।

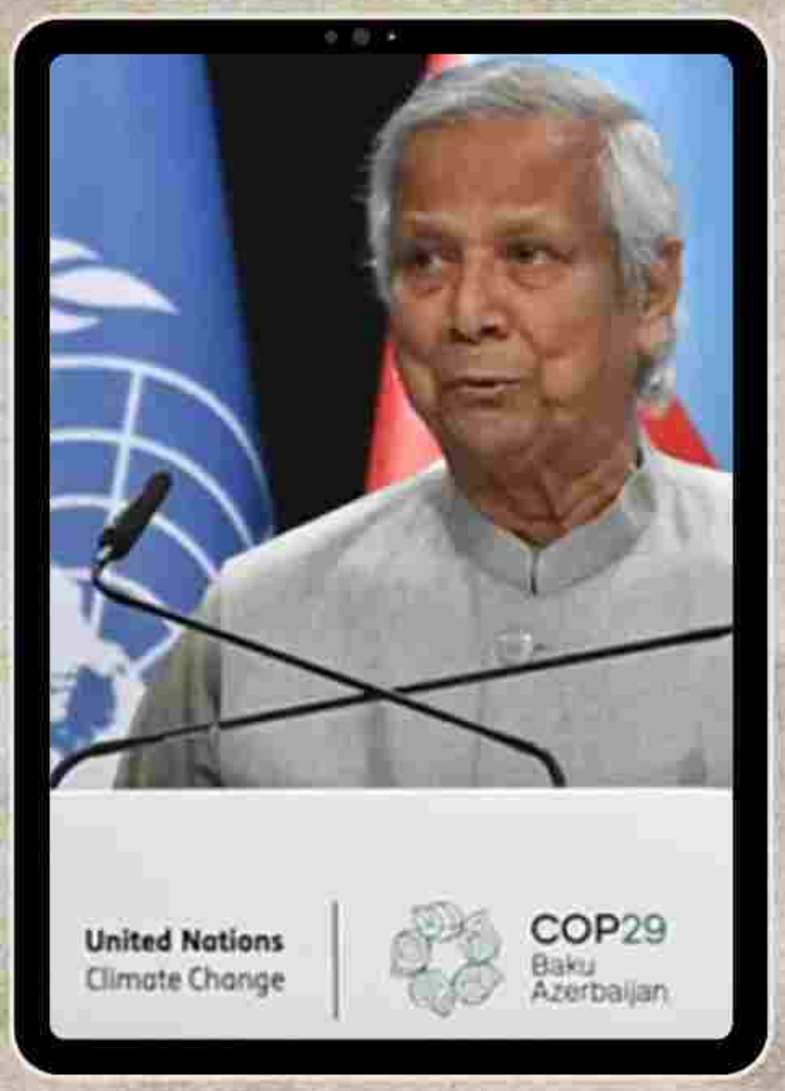

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে 'থ্রি জিরো' ও SDG

'থ্রি জিরো তত্ত্ব' জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জনে একটি শক্তিশালী কাঠামো প্রদান করে। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার এই তত্ত্বকে সরকারি ও বেসরকারি উভয় পর্যায়ে প্রয়োগের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় এই তত্ত্ব একটি সমন্বিত সমাধান হিসেবে কাজ করতে পারে। ২০২৪ সালে আজারবাইজানের বাকুতে অনুষ্ঠিত জলবায়ু সম্মেলনে (COP29) ড. ইউনুস এই তত্ত্বকে বিশ্ব নেতাদের সামনে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "থ্রি জিরো তত্ত্ব একটি নতুন সভ্যতার সূচনা করবে—একটি বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ে তুলবে।"

'তরুণদের ভূমিকা : একটি নতুন যুগের সম্ভাবনার দুয়ার উন্মোচনের পথে

ড. ইউনুস তরুণদের 'থ্রি জিরো পারসন' হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন—যারা উদ্যোক্তা হিসেবে বেকারত্ব দূর করবেন, সামাজিক ব্যবসার মাধ্যমে সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বণ্টন নিশ্চিত করবেন এবং পরিবেশ বান্ধব জীবনযাপনের মাধ্যমে কার্বন নিঃসরণ শূন্যের কাছাকাছি নিয়ে যাবে। বিশ্বব্যাপী ৩৯টি দেশের ১১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ইউনুস সোশ্যাল বিজনেস সেন্টার' এবং ৪৬০০টি 'থ্রি জিরো ক্লাব' এই লক্ষ্যে কাজ করছে।বাংলাদেশে তরুণরা ক্রমশ এই দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্টার্টআপ এবং সামাজিক উদ্যোগের প্রতি উৎসাহ বাড়ছে, যা একটি নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচন করছে।

সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ: একটি ভারসাম্যপূর্ণ পথ

'থ্রি জিরো তত্ত্ব' বাস্তবায়নের পথে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। সবুজ প্রযুক্তি এবং কার্বন ক্যাপচার প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ ব্যয়বহুল। উন্নত দেশগুলোর প্রতিশ্রুতি পূরণে শৈথিল্য এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা বাঁধা সৃষ্টি করছে। শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নে আরও মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। তবে, সম্ভাবনার দুয়ারও উন্মুক্ত। বাংলাদেশের প্রাণবন্ত তরুণ জনশক্তি, সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং প্রাকৃতিক সম্পদ এই তত্ত্ব বাস্তবায়নের জন্য শক্তিশালী ভিত্তি প্রদান করে। সরকারি, বেসরকারি খাত এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সমন্বয়ে 'থ্রি জিরো' একটি বাস্তব লক্ষ্যে পরিণত হতে পারে।

-বিদ্যাবাড়ি সম্পাদকীয়

সোর্স যাচাই ও বিশ্লেষণ:
এই আর্টিকেলের সব তথ্য নিচের রিপোর্ট ও গবেষণা ভিত্তিক:

1.YunusSocialBusiness:https://www.yunussb.com/
2.GrameenBank:https://grameenbank.org/
3.United Nations Sustainable Development Goals (SDG):https://sdgs.un.org/goals

BIDDABARI.COM